بنغالي

44 فائدة في عشر ذي الحجة

যিলহাজ্জের প্রথম দশকের ৪৪ ফায়দা

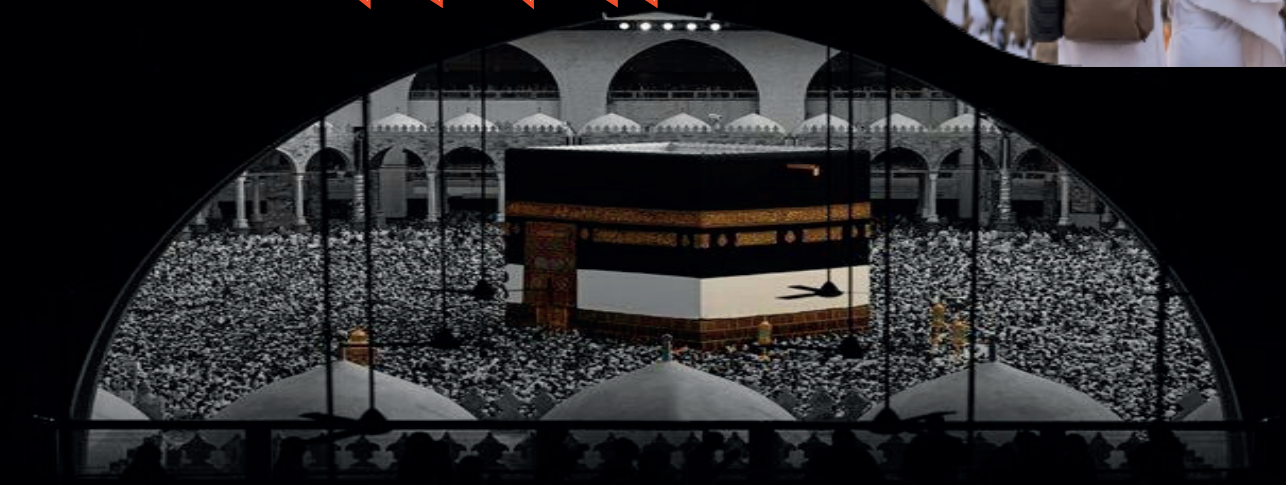

محمد صالح المنجد

Hot Line
(+965)97266695

অনুবাদ:

মাওলানা মামুনুর রশীদ

দাঈ: ইসলাম প্রেজেন্টেশন কমিটি (আইপিসি) কুয়েত

IPC

لجنة التعريف بالإسلام

ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

جمعية النجاة الخيرية

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মূল:
ড. মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জেদ

অনুবাদ:
মাওলানা মামুনুর রশীদ

প্রিন্ট ও প্রচার করা সকল মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম রাসূল (সা.)-এর উপর। এই ছোট্ট পুস্তিকাটিতে রয়েছে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে করণীয় ইবাদতের ফায়ায়েদ ও সারমর্ম। মহান আল্লাহ যেনো সকলকে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটিকে অন্যটির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। তেমনিভাবে কোন কোন দিবসকে অন্য দিবসের উপরও মর্যাদা দিয়েছেন। যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। তন্মধ্যে উত্তম দিবস হলো ১০ই যিলহাজ্জ, তথা কুরবানীর দিন। সাপ্তাহের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর দিন। আর রাতসমূহের মধ্যে উত্তম রাত হচ্ছে রমাদানের শেষ দশকের রাত। তন্মধ্যে উত্তম রাত হলো কদরের রাত।

যুগের দিনসমূহে আল্লাহর পক্ষথেকে রয়েছে সুবাতাস ও উপহার। এর দ্বারা মহান আল্লাহ একত্ববাদী বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তন্মধ্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন অন্যতম। এটি আল্লাহর ইবাদত করার বিশাল মৌসুম। এসময় একত্ববাদী বান্দা ও মুমেনগণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ও মর্যাদা লাভের আশায় মগ্ন থাকেন।

ত্রুটি ও ঘাটতি পূর্ণ করার এবং যা ছুটেগেছে তা সম্পন্ন করার জন্য। তাই আল্লাহর রহমত পাওয়ার প্রত্যাশায় বেশি বেশি চেষ্টা সাধনা করুন।

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০দিন সর্বকালের সেরা দশ দিন। হাদীসে রয়েছে- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এই দিনগুলির (অর্থাৎ যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।" লোকেরা বলল, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে।"[১]

১. সহীহুল বুখারী ৯৬৯, তিরমিযী ৭৫৭, আবূ দাউদ ২৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১৭২৭, আহমাদ ১৯৬৯, দারেমী ১৭৭৩

এই দশ দিনের ফরয আলমসমূহ অন্যান্য দিবস অপেক্ষা উত্তম। এসময় কয়েকগুণ সাওয়াব বেশি হয়। তেমনিভাবে এই দিবসগুলোতে নফল আমলও অন্যান্য সময়ের তুলনায় উত্তম। তবে দিবসগুলোর নফল ইবাদত কখনই অন্যান্য সময়ের ফরযের তুল্য হবে না।

এই দশ দিন নামায আদায় করা সারা বছরের নামাযের চেয়ে উত্তম। তেমনি ভাবে রোযা, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর, দুআ, আল্লাহর দরবারে কান্নকাটি করা, পিতা-মাতার খেদমত করা, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেওয়া, মানুষের প্রয়োজন পূরন করা, রোগীর সেবা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, প্রতিবেশির অধিকার আদায় করা, অভাবীদের খাবারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি উত্তম অন্যান্য সময়ের তুলনায়।

এই দশ দিনের ফযীলত এবং আমল দিন ও রাত উভয় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রমাদান মাসের শেষ দশ রাত, উত্তম যিলহাজ্জ মাসের রাতের অপেক্ষা। কেননা রমাদান মাসে কদর রজনী রয়েছে। কিন্তু যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন উত্তম রমাদান মাসের দিনের তুলনায়, কেননা এই দিনগুলোতে রয়েছে- তারবিয়ার দিন, আরাফার দিন এবং কুরবানীর দিন।

এই দশ দিনে গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য সময় হয় না। সেগুলো হচ্ছে... হাজ্জ, কুরবানী, নামায, রোযা, সদাকাহ ইত্যাদি।

দশই যিলহাজ্জের ফযীলত হতে এটিও একটি যে, আল্লাহ তাআলা এই দিবসগুলোর রাতের শপথ করেছেন। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন- শপথ ফজরের, এবং শপথ দশ রাত্রির। (সূরা ফাজর: ১-২) জমহুর মুফাসসির এবং সালাফদের মতে দশ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের রাত।

দশই যিলহাজ্জের ফযীলত হতে এটিও একটি যে, এদিনগুলো বরকতপূর্ণ দিন। চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন- যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা, তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। আর নির্দিষ্ট দিন বলতে জামহুর উলামা এবং অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিনকে বুঝায়।[১]

১ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩৯০/৮, লাতায়েফ মাআরেফ ইবনে রজব: ৬৮ পৃষ্ঠা, তাফসীরে বগবী

যিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিন, হাজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলোর সমাপ্তকারী। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: হাজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। (বাকারা: ১৯৭) আর তা হাচ্ছে; শাওয়াল যিলকদ ও যিলহাজ্জের প্রথম দশ দিন। সাহাবাদের বড় একটি দল এমত পেশ করেছেন, যেমন- উমার, তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ, আলী, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ। এবং অধিকাংশ তাবেঈদেরও একই মত।

দশই যিলহাজ্জের ফযীলত হতে এটিও একটি যে, এই দিবসে রয়েছে আরাফা বা হাজ্জ। এই দিনে মহান আল্লাহ তারঁ দ্বীন বা ইসলামকে পূর্ণতা দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়েদা: ৩)

দশই যিলহাজ্জের ফযীলত হতে এটিও একটি যে, এই দিবসে রয়েছে কুরবানীর দিন, হাজ্জে আকবরের দিন, এটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহিমান্বিত দিন। যেমন হাদীসে রয়েছে- প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হলো কুরবানীর দিন, তারপর মেহেমানদারীর দিন, সেটি হলো দ্বিতীয় দিন। আবু দাউদ : ১৭৬৫

এই দশ দিনে ইবাদত করা উত্তম অন্যান্য দিনের তুলনায়, সাধারণ ভাবে বিশ্ববাসীর নিকট এটি উত্তম সময়। আর হাজ্জীদের জন্য বায়তুল্লাহ সময় ও স্থান হিসেবে শ্রেষ্ঠ।

সালফে সালেহীনগণ এই দশ দিনে বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত করার প্রতি আগ্রহী থাকতেন। তাঁরা এসময়টাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ.) যখন এই দশ দিন শুরু

হতো তখন তিনি অত্যন্ত সাধনা ও চূড়ান্ত সাধনা করতেন। আর অন্যদেরকেও রাত্রি জাগরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এই দশ দিনে বাতি নিভাবে না।

আবু উসমান নাহদি (রহ.) বলেন: পূর্বসূরিগণ তিনটি দশককে খুবই গুরুত্ব দিতেন। ১। রমাদানের শেষ দশক, ২। যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক। ৩। মুহাররমের প্রথম দশক। লাতায়েফ মাআরেফ: ২৬৩

15

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই দশ দিনের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। এর দিন-রাত নেক কাজ এবং আল্লাহর ইবাদতে কাটানো। সময়টাতে আনুগত্য এবং নৈকট্য লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। আশ্চর্য! আমরা রমাদান মাসে ইবাদত বন্দেগী করার শক্তি ও চেষ্টা ঠিকই করি। অতঃপর অলসতা পেয়ে বসে। আল্লাহর নিকট এই দশ দিন রমযানের দিনগুলো হতে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও আমরা অবহেলা করি, ক্লান্ত হয়ে যাই।

সাবধান! সাবধান!! এই দশ দিনে যেনো কেউ সময় নষ্ট না করে। গল্প-গুজব, ইউটিউব, ফেসবুক তথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যস্ত না থাকে। কেননা এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সাওয়াব কামানোর সুবর্ণ সুযোগ। যা চলতি বছরে ফিরে আসবে না।

এই দশ দিনে শ্রেষ্ঠ আমল হচ্ছে, হাজ্জে মাবরূর। হাজ্জে মাবরূরের প্রতিদান জান্নাত বৈ কিছুই নয়। (বুখারী: ৭৭৩, মুসলিম: ৩৪৯) বিশেষ করে হাজ্জ যখন ফরয হয় তখন। যথাযথ নিয়মে ফারায়েজ, ওয়াজেবাত, আদায় এবং হারাম কাজসমূহ হতে বিরত থাকা। মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা, সালাম বিনিময় করা, মানুষকে খাবারের ব্যবস্থা করা। বেশি বেশি যিকর আযকার করা, উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করা, কুরবানী করা।

এই দশ দিনে বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা সুন্নাত। সবসময় সর্বাবস্থায়, দাঁড়িয়ে, বসে শুয়ে, হাঁটা-গাড়িতে সর্বাঅবস্থায় আল্লাহর যিকর করবে।

এই দশ দিনে বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ পাঠ করবে। রাসূল (সা.) বলেছেন: এই দিনে তোমরা বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীর তাহমীদ বলবে। (মুসনাদে আহমদ: ৫৪৪৬)

তাহলীল, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা,
তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলা,
তাহমীদ, আলহামদুলিল্লাহ বলা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বায়তুল্লাহর হাজ্জীদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (সূরা হাজ্জঃ ২৮)

তাকবীরের সাথে তাসবীহ, তাহলীল এবং তাহমীদ পাঠ করা। এগুলো হচ্ছে- স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। জান্নাতের গাছ-পালা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উত্তম কথা, যে সময় পর্যন্ত সূর্য উদিত হবে সে পর্যন্ত। এসময় উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করতে থাকবে, দাঁড়িয়ে, বসে, চলন্ত অবস্থায়, ঘরে, বাইরে, পথে প্রান্তরে, মসজিদে, বাজারে, কর্মস্থলে।

বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মুসলামনদের উচিত, আল্লাহর নাম তথা তাকবীর প্রকাশ ও প্রচার করা, মসজিদে ওয়াজ মাহফিলে, ঘরে বাইরে সব জায়গায়। প্রচার করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করা দোষের কিছু নেই।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আবু হুরাইরা (রা.) তাঁরা উভয় বাজারের দিকে বের হতেন, আর উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। তাদের তাকবীর শুনে লোকেরাও তাকবীর বলতো। (তালীক বুখারী: ২/২০)

তাবেঈ মাইমুন বিন মাহরান বলেন: আমাদের সময় লোকেরা এত বেশি তাকবীর পাঠ করতো মনে হতো যেনো সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ।

এই দশ দিনে তাকবীর পাঠে আল্লাহর সাহায্যকে নিকটবর্তী করবে। তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে খায়বার ও অন্যান্য শহর বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহর শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে।

তাকবীর দুই প্রকার: মুতলাক বা সাধারণ, মুকাইয়েদ বা বিশেষ।

সাধারণ তাকবীর: যা প্রথম দশকের সবসময় পড়া যাবে। শেষ হবে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন। এটি পড়তে হবে সবসময়, সর্বাবস্থায়, সবজায়গায়। মুসলিমগণ উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করবেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। (সূরা হাজ্জ: ২৮)

বিশেষ তাকবীর: যা ফরয নামাযের পড়ে পাঠ করতে হয়। যা শুরু হয় আরাফার দিন ফজরের নামায থেকে। (হাজ্জীগণ ছাড়া) আর হাজ্জীগণ এই তাকবীর শুরু করবেন, জোহর নামায পর থেকে। আর এই তাকবীর শেষ হবে তাশরীকের শেষ দিন আসরের নামাযের পর।

26

সাধারণ ও বিশেষ তাকবীর পাঠ করার গ্রহণযোগ্য সময় হচ্ছে, সাহাবা ও সালাফ হতে যেভাবে আমল বর্ণিত হয়েছে তা।

হাদীসে বর্ণিত প্রসিদ্ধ তাকবীরের বাক্য হচ্ছে:

اللهُ أَكْبَرُ .. اللهُ أَكْبَر..اللهُ أَكْبَر .. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، اللهُ أَكْبَرُ .. اللهُ أَكْبَرُ .. اللهُ أَكْبَرُ .. وَللهِ الْحَمْدُ

তাকবীরের বাক্যগুলো তিনবার ও দুইবার দুইভাবে পড়া যাবে, সংখ্যার বিষয়টি উন্মুক্ত।

27

৯ই যিলহজ্জ রোযা রাখা মুস্তাহাব, এ মাসে যতটুকু সম্ভব রোযা রাখা ভালো। এই দিবসগুলোতে সিয়াম পালন বিভিন্ন হাদীস ও সালাফদের আমল দ্বারা প্রমাণিত। সিয়াম হচ্ছে গুনাহের কাফফারা এবং জাহান্নাম ও গুনাহের মাঝে ঢাল স্বরূপ।

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ্ তার মুখমন্ডলকে দোযখের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

(বুখারী: ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩, আহমাদ ১১৭৯০)

আরাফা দিবসের রোযা হাজ্জীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য সুন্নাত এবং গুনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ। এই রোযা দুই বছরের গুনাহ মাফ করে। রাসূল (সা.) বলেছেন- আর আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। (মুসলিম: ১১৬২)

নির্দিষ্ট নফল রোযায় উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হলো রাত হতে রোযার নিয়ত করা। আরাফার রোযায় তাই রাত হতে নিয়ত করা উত্তম। এতে পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

পরিবারের সকল সদস্য ও কাজের লোকদের কাছ হতে আরাফার রোযা রাখা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা। সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) বলেন- তোমরা তোমাদের খাদেমদের আরাফার রোযার সেহরি খাওয়ার জন্য জাগ্রত করো।

আরাফা দিবসে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে নিজের গোনাহ গুলোকেও অস্তমিত করতে যত্নবান হোন ।

এই দিনে লাভ জনক ব্যবসা হলো পবিত্র কুরআন খতম করা । গবেষণার সাথে বুঝে তেলাওয়াত করা । আল্লাহ তায়ালা প্রতি হরফে এক নেকি হতে দশগুণ পর্যন্ত সাওয়াব দিয়ে থাকেন । আর এই দশ দিনে তো অবশ্যই সাওয়াব বেশি হবে ।

ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায । প্রকৃত মুসলমি শুধু রমাদানেই কিয়াম করে ক্ষান্ত হয় না । বরং তিনি যিলহাজ্জের প্রথম দশকেও কিয়াম আদায় করে থাকে ।

কুরআনের এই আয়াতের অংশ যেনো আপনার নসীব হয়- আল্লাহ তায়ালা বলেন- যারা শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত । (সূরা আলে ইমরান: ১৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেন- তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। (সূরা যারিয়াত: ১৭-১৮)

এসময় আল্লাহ তায়ালা অবতণ করেন, ইস্তেগফার কবূল করেন, বান্দার ডাকের জবাব দেন। বান্দার চাওয়া অনুযায়ী দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

35

সাওয়াবের আশায় দান করা। এটি দানবীরের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণ করবে। কিয়ামতের দিন বন্দা সাদকার ছায়াতলে থাকবে। খারাপ অবস্থা হতে রক্ষা করবে। গুনাহ মাফ করবে, আল্লাহর গোস্বাকে দমন করবে। ধন সম্পদে বরকতের কারণ হবে। আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই আমল যিলহাজ্জের প্রথম দশকে অন্যান্য সময় অপেক্ষা উত্তম।

36

আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হচ্ছে, কোন মুসলমানকে আনন্দ দেওয়া। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, দান করার মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। এগুলো যদি এই দশ দিনে হয়, তা কতইনা উত্তম।

উত্তম কাজ হলো- হাজ্জীদের পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া, সন্তানদের দেখাশুনা করা। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি হাজ্জী সাহেবের জন্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিলো, অথবা পরিবারের দেখাশুনা করলো, তার জন্য হাজ্জ করার সমান সাওয়াব রয়েছে, কিন্তু হাজ্জী সাহেবের সাওয়াব কম করা হবে না। (ইবনে খুজায়মা: ১৯৩০)

এই দশ দিনে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে, সালাতুল ঈদ আদায় করা, অতঃপর কুরবানী করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এই দুটি ইসলামের বিশেষ আমল। আল্লাহ তায়ালা করেন- তোমরা নামায আদায় করো অতঃপর কুরবানী করো। (সূরা কাওছার: ২)

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে তার জন্য নখ ও চুল না কাটা ইবাদত। এটি শুরু হবে যিলকদের শেষ দিন সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে, কুরবানী করা পর্যন্ত।

হাদীসে রয়েছে-

যে লোকের কাছে কুরবানীর পশু আছে সে যেন যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে। (মুসলিম: ১৯৭৭)

লক্ষ্যবস্তু জানা থাকলে, তার পেছনে সময় ও অর্থ ব্যয় করা সহজ হয়। হাদীসে আসছে: জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার পণ্য হলো জান্নাত। সুতরাং সৎকাজের দিকে অগ্রগামী হও, এবং আল্লাহর নিকট খালেস তাওবা করো, গুনাহ ও অন্যায় কাজ ছেড়ে দেওয়ার, এবং সেই কাজ দ্বিতীয়বার না করার, অন্যায় কাজের প্রতি লজ্জিত হও, মানুষের হক সম্পর্কিত বিষয় ব্যক্তি হতে ক্ষমা চেয়ে নাও, আর আল্লাহর সাথে এই দশ দিনে নতুন করে যুক্তিবদ্ধ হও। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন

এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা তাহরীম: ৮)

মুসলিমদের জন্য ফিকাহবিদদের মতানুযায়ী সিদ্ধ- ইবাদত বন্দেগীর জন্য একত্রিত হওয়া, যেমন হালাকায়ে যিকর বা নামায আদায় করা, দারস বা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা, এমন কিছু কাজ করা সকলের উপকারে আসে, সাওয়াব বৃদ্ধি পায়।

এই দশ দিনে আমলে সালেহ করা এবং গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকা একজন মুসলিমকে আল্লাহর প্রতীক সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করে, এবং আল্লাহর সীমাকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। আর এই দশদিন সম্মানিত মাসে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে বলেন - সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। (সূরা তাওবা: ৩৬)

এটা শ্রবণযোগ্য কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমুহের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত। (সূরা হাজ্জঃ ৩২)
এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। (সূরা হাজ্জঃ ৩০)

এই দশ দিনে আমলে সালেহ করা এবং পাথেয় সংগ্রহ করা কল্যাণ ও ইবাদতের কাজ। এই উপলক্ষ্যে বিনিয়োগ করা, এই সুযোগ বছরে আর ফিরে আসে না। আল্লাহর আনুগত্যে এটি উত্তম আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি, এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ। ফলে সারা বছরই ভালো কাজ করার সুযোগ লাভ হবে।

স্ত্রী-সন্তানগণ আমাদের ঘাড়ে আমানত। তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর তোমাদের প্রত্যেকই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারীঃ ২৪০৯, মুসলিমঃ ১৮২৯) তাই আসুন এই দশদিনের আমল সম্পর্কে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিতে চেষ্টা করি। এবং ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি এবং নিজেরা অনুশীলন করি।

যিলহজ্জ মাস আসার পূর্বেই এর ফযীলত বর্ণনা করা যাতে করে তারা প্রস্তুতি নিতে পারে। আমরা যেনো তাদের জন্য এ মাসের সম্মান করার বিষয়ে অনুকরণীয় হতে পারি ।

সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ, সাবধান আমল বিষয়ে, আমল করতে হবে মৃত্যু আসার পূর্বেই ।

হে আল্লাহ! আমাদের এবং সকল মুসলমানদের এই উত্তম মৌসুমের গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফীক দান করো। এবং আমাদের সাহায্য করো, যিকর করার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, এবং উত্তমরূপে ইবাদত করার। এবং সকল প্রসংশা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য ।